আমি কবি হতে চাই

সর্বানন্দ ব্যানার্জী

BANGLADARSHAN.COM

কবি হতে চাই

এত কবি আছে দেশে জানা ছিল না,
কত কিযে লেখে ওরা অনেকেই খোঁজ রাখে না।
শখ করে কেউ লেখে, কেউ লেখে নেশাতে
পেশাদার নয় কেউ, লেখে ওরা ভালবাসাতে।

কেউ শুধু ছড়া লেখে নানারকম ধরণে
ছন্দটা নাই মিলুক কেউ লেখে আপন খেয়ালে
কারো লেখায় খুব ধার কলমের জোরেতে,
হিজিবিজি ভুলভাল লেখে ওরা অনেকে।

কারো আছে নাম যশ কবিদের মহলে
সম্মান পায় কেউ সাহিত্যের আসরে।
কারো লেখা ছাপা হয় পত্রিকার কলমে
কেউ লিখে রাখে শুধু ডায়েরীর পাতাতে।

আমিও তো হতে চাই কবিদের একজন,
সমাজটা বাঁচাতে কবিদেরই বড় প্রয়োজন।
চারিদিকে যা যা ঘটে প্রতিদিনের যন্ত্রণা,
তাই নিয়ে ভরে উঠুক কবিদের কল্পনা।

BANGLADARSHAN.COM

কবিতাকে

কবিতাতো লিখে থাকি যখনই যা আসে মনে
রাগ দুখ অভিমান নিমেষেতে যাই ভুলে
যা যা দেখি দিনে রাতে সেটা আসে ভাবনায়
ছট্‌ফট্‌ করে মরি, ফুটে ওঠে কবিতায়।

এলোমেলো নানা কথা ভীড় করে মগজে
জমাট বাঁধেনা তারা কোনমতেই সহজে
প্রেমপ্রীতি ভালবাসা সবই পাই কবিতায়
তবু মোরা মনে হয় বড় বেশী অসহায়।

কবিতাতো জীবন ও সমাজের চলমান দর্পণ
অনায়াসে পারে গড়ে দিতে মানুষের মেলবন্ধন
কবিতাতে প্রাণ আছে বাস্তব সত্য,
অবিরাম খুঁজে চলি তারই অর্থ।

BANGLADARSHAN.COM

যা লিখেছি এতকাল হিজিবিজি নানা রঙে খাতাতে
কবিতা নাই হোক, মন মোর মজে আছে কবিতাতে।
আশা তাই করি রোজ যতদিন বাঁচবো,
মনে ধরে কবিতাকে সাথে নিয়েই মরবো।

চিঠি মানে

চিঠি মানে যৌবনের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আবেগ,
দুপুরে গোপনে পড়া টুকরো টুকরো রোমাঞ্চ।
শীতের রাতে নির্জনে হাতের মুঠোয় উত্তেজনার আগুন পোহানো
খোঁজার চেষ্টা হারিয়ে যাওয়া কিছু স্মৃতি বেদনা আনন্দ।

চিঠি মানে প্রেয়সীর হৃদয়ের স্পন্দন
এলোমেলো কথায় আঁকা আলপনা
ফেলে আসা অতীতের স্মৃতি চারণ
জীবনকে খুঁজে পাওয়ার অনাবিল স্বচ্ছতা।

চিঠি মানে বিরহ প্রত্যাখ্যান যন্ত্রণা
কুঁকরে কেঁদে ওঠা ভাষাহীন অভিব্যক্তি
প্রিয়জনকে হারাবার দুখ স্বান্ত্বনা বৃথা
আক্ষেপ অনুশোচনা জীবনের অনুভূতি।

BANGLADARSHAN.COM

চিঠি মানে সাদা পাতায় মলাটহীন এক দলিল
বাগিচায় ফুটে ওঠা এক গুচ্ছ সুবাসিত ফুল
অকপট স্বীকারোক্তি নিজেকে অবলীলায় সমর্পন
জীবনকে খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম ছোট্ট এক চিরকুট।

সবজান্তা

পণ্ডিত নই আমি, নই জ্ঞানীগুনি
অতি সাধারণ তোমাদেরই লোক মানি,
কাব্য বা কবিতা, সাহিত্য বা গদ্য
মগজেতে ঢোকে নাতো লাগে ভারীশক্ত।

সবেতেই ডাক্তারী কত কিছু কেরামতি
জানি আমি সব কিছু, করি না তো বাহাদুরী,
থাকি আমি টক ঝাল মিষ্টি বা তেতো তে
সবেতেই মাতোয়ারা পাহাড় থেকে নদীতে।

ভাবি আজ মনে মনে, কত কি যে করেছি
অবহেলায় অবজ্ঞায় কোন দাম পাইনি,
জেনে বুঝে বোকা সেজে চুপ করে রয়েছি
ঢের বেশী দামী জানি যারা জানে চালাকি।

যে যা বলে কোন কিছু রাখি না তো মনেতে
মনে লাগে কেউ যদি বলে শুধু ঝগড়াটে,
ভালো যদি নাই বলে তাতে কি বা আসে যায়
বাজে লোক বল্লেই মেজাজটা বেগড়ায়॥

BANGLADARSHAN.COM

ঠোঁট

মুখের মাঝে চোখ কান নাকের কদর যত
ঠোঁটের কদর তেমন ভাবে করে না কেউ তত,
ছোট্ট দুটি ঠোঁটের মাঝে অনেক কিছুই থাকে
একটু কেবল চেষ্টা করলেই দেখতে পাবে তাকে।

হাসি বলো কান্না বলো ঠোঁট ফোলালে বুঝি
ঠোঁটের মাঝেই লুকিয়ে থাকে সকল দুষ্টুমি,
বক্র হাসি মিষ্টি হাসি দুষ্টু হাসি সবই
ঠোঁটের ফাঁকে লুকিয়ে থাকে সময়ে মারে উঁকি।

ভালোবেসে ঠোঁট দুটিকে যদি যত্ন করে রাখো
ওরই মধ্যে খুঁজে পাবে মজার জিনিষ কতো,
ভালোবাসার মিষ্টি চুমু আলতো করে গালে
বিরামহীন অঢেল পাবে নরম দুটি ঠোঁটে।

BANGLADARSHAN.COM

আদো আদো বুলি ফোটে ঠোঁট দুটিকে নেড়ে
কথার যত ফুলঝুরি সব ঠোঁটের ফাঁকে ঝরে,
অনেক কথাই বেরিয়ে আসে মনের গভীর থেকে
মাঝ পথেতেই হোঁচট খাবে, ঠোঁট যদি দেয় চেপে॥

চোখ

কারও চোখ টানা টানা কারো চোখ ট্যারা
কারও বা কুচকুচে কোনওটাবা কটা।
চোখ মেলে দেখা যায় প্রকৃতির সৌরভ
বিস্ময়ে চেয়ে থাকে ছোট ছোট শৈশব।

চোখ নাকি মনেরই আয়না
চোখে থাকে আনন্দ সুখ দুখ বেদনা,
ত্বক কান নাসিকা বা জিহ্বা
দেয় শুধু অনুভূতি, চোখ দেয় ঈশারা।

কানে শুনে সব কিছু হয় নাতো বিশ্বাস
চোখে দেখে পাই মোরা পুরোপুরি আশ্বাস,
কত কি যে দেখি মোরা বড় ছোট কচিরা
চোখ বিনা পৃথিবীটা থেকে যেত অধরা।

BANGLADARSHAN.COM

খানা খাজানা

মা ঠাম্মার রান্নাটা যে বড় বেশী সেকেলে
মোচা থোড় শাক নিয়ে কেটে যায় সারাদিন হেঁসেলে,
সুক্তো বা ডালনা, কোপ্তা বা কালিয়া
এ যুগের ছেলে মেয়ের মুখেতেই রোচে না।

মিষ্টি বা সন্দেশ, জিলিপি বা সিঙ্গাড়া
কচুরী তেলেভাজা খেতে মোটেই ভালো না,
ওরা খায় চাউমিন এগরোল ফুচকা
ক্যাডবেরী পেপসি আইসক্রিম পাওভাজী পিৎজা।

রুটি লুচি মুড়ি চিঁড়ে ও কি সব খাদ্য
মুড়িমাখা ভেলপুরী হয়ে যায় সুখাদ্য,
মাংস পোলাও বা ডিম যদি খেতে হয়
সব কিছু একসাথে বিরিয়ানি করে খাও।

কিনে কেটে নিয়ে এসে অতিথির আয়োজন
সারাদিন রান্নার নেই কোন প্রয়োজন,
কে কি খাবে ঠিক করে, করে দাও টেলিফোন
যাকে খুশি প্রাণ ভরে করতে পারো নিমন্ত্রণ।

বেশী লোক হয় যদি বাড়ী ভাড়া করে নাও
ক্যাটারিং সার্ভিসে অর্ডারটা দিয়ে দাও,
ফিসফ্রাই তন্দুরী নানপুরী যা যা চাও
(কিন্তু) প্লেটগুণে পয়সাটা ঠিকঠাক গুণে যাও॥

BANGLADARSHAN.COM

কি দেখিলাম

নিত্যদিনের যাওয়া আসায় চলছে জীবন বয়ে
পালের হাওয়ায় দোলা লেগে তরী খানি দোলে।
হালটি ধরে শক্ত করে বাইতে হবে নাও
মনটি খুলে সকলটুকু উজাড় করে দাও॥

জুড়িয়ে গেল চোখদুটি আর ভরে গেল মন,
খুঁজে পেলাম আশ্চর্য এক অমূল্য রতন।
ছড়িয়ে আছে চারি ধারে অবাক বিস্ময়
বাকী আছে আরও অনেক দেখা নিশ্চয়॥

চলছি শুধুই নিয়মমাফিক গতির তালে তালে,
সকাল বয়ে দিন কেয়ে যায় আঁধার নামে রাতে।
এমনি ভাবেই কাটবে যে দিন মাসের পর মাস
জীবনটুকু ফুরিয়ে যাবে মিটবে না কোন আশ॥

BANGLADARSHAN.COM

দুদিনের এই খেলাঘরে সময় যাবে বয়ে
হারিয়ে যাবে সকলকিছু সঠিক নিয়ম মেনে।
এরি মাঝে মিটিয়ে নিয়ে সকল লেনা দেনা
ভাসিয়ে দেব অনেক সাধের ছোট্ট এই খেয়া॥

সমর্পন

মাগো তোমায় দিন রাত্রি ডাকি তবু দাওনা কেন সাড়া।
আমার পূজায় তোমার মনে দেয়না কি গো নাড়া।
যাকিছু সব চাওয়ার ছিল সবই তো মা চেয়েছি
পূজায় বসে প্রতিদিনই ফিরিস্তি যা দিয়েছি।

যাগযজ্ঞ উপাচারে ভরিয়ে দিয়ে ডালা
আপনহাতে গেঁথে ছিলেন নানান ফুলের মালা
ধুপ, চন্দন, নৈবিদ্য সবই তো মা দিয়েছি
ভক্তিরসে উজার করে তোমাকে যে ডেকেছি।

মন্ত্র তন্ত্র শাস্ত্র জ্ঞান ওসব আমি জানিনা
বিধিমেনে পূজার্চনা কোন মতেই পারিনা
তবু তোমায় নিয়ম করে প্রতিদিনই ডাকি
ডাকার মধ্যেই হিসাবনিকাশ যেটুকু থাকে ফাঁকি।

BANGLADARSHAN.COM

মনে প্রাণে আপন মনে তোমায় ডাকার সময় নাই
ডাকতে বসেই নানান অছিলাতে তোমায় ভুলে যাই।
যা চেয়েছি সবইতো মা তোমার কাছে পেয়েছি
সুখে দুখে ভরসা তুমি, তোমাতে তাই নিজেকে আজ সঁপেছি॥

চুল

শৈশবে ভয় পেতাম সেলুনের ছুরি কাঁচি দেখে,
বাবা ধরে নিয়ে যেতেন জোর করে চুল কাটাতে।

কৈশোরে দুষ্টুমি বেড়ে গেল একটু বেশী
বিশাল আয়নার সামনে ভয় পেতাম কমই।

যৌবনে কেশবেশের বেড়ে গেল যত্ন,
সাবধানে কেটে দিও করোনা অযত্ন।

প্রৌঢ়ত্বে উঁকি মারে পক্ককেশ ভারী
নিয়মিত কলপে ঢাকি তাড়াতাড়ি।

যতবারই তাড়াতে চেয়েছি ফিরে ফিরে এসেছে
বার্ধক্যে পৌঁছে দেখি নিজেই বিদায় নিয়েছে॥

BANGLADARSHAN.COM

আশা

কবিতা তো ভুলে গেছি ভাষা গেছে হারিয়ে
মনে যত রসছিল সব গেছে শুকিয়ে।
প্রাণভরা হাসি ছিল মনে ছিল বাসনা
ভালবেসে কাছে পাবো ছিল শুধু কামনা।

ব্যথা ছিল মনে মনে হারাবার দুখ
সুখ যেন কাকে বলে বোঝাটাই কষ্ট।
পেতে চাই যত বেশী পাই তার অল্প
ভাবনা যা ছিল সবই হয়ে গেছে গল্প॥

আনন্দে ভরে আছে আজও যেন চারিপাশ
বহু দেখা বাকী আছে বদলাক না আশপাশ।
বুক বেঁধে বসে আছি কি কথা যে বলব
কোথা থেকে শুরু করে কোথা গিয়ে থামবো।

আশা হত যত হই আশাকরি তত
ছোটোখাটো কথা থাক, পৃথিবীতো অনেক বড়।
খুঁজে পেতে দেখি যদি পেতে পারি রত্ন
মেকী নয় সব কিছু, আছে বহু স্বর্ণ॥

আজও প্রাণে আশা জাগে যা দেখেছি স্বপ্ন
বাস্তবের মাটিতেই সবই হবে একদিন সম্পূর্ণ।
সুর আজো খুঁজে পাই জীবনের ছন্দে
বাকী দিন কাটে যেন প্রাণ ভরা আনন্দে॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রাপ্তি

প্রাচুর্য লাগেনাতো শুভেচ্ছা জানাতে
ঐশ্বর্য লাগে নাতো মানুষকে চিনতে।
লেখাপড়া শিখলেই শিক্ষিত হয়না
মানুষ হতে লাগে শুধু সহজাত শিক্ষা।
বিশ্বাসের ভিত গাড়া আজীবনের সাধনা
অবিশ্বাসী বনে যেতে মুহূর্তও লাগেনা।
বাহ্যিক আড়ম্বর বাজারেতে পাওয়া যায়
আন্তরিকতা শুধু অন্তরেই থেকে যায়।
প্রলোভন এড়ানোটা মোটেই যে সোজা নয়
আজীবন নির্লোভ বনে থাকা কঠিন হয়।
দামী দামী সব কিছু কেনা যায় থাকলেই টাকাটা
টাকা থাক যত খুশী, সুখ কেনা যায় না।
আহ্লাদ আবদার সব কিছু মিটে যায়
দুঃখের ভাগীদার কখনও কি পাওয়া যায়?
সখ হলে বাড়ি গাড়ি সহজেই পাওয়া যায়
সহজেতে শান্তি কি জোটে হায়।
স্বপ্নের ফানুস্ তো ঘুরে ফেরে শয়নে
স্বীকৃতি মেলে শুধু অন্তিম লগনে॥

BANGLADARSHAN.COM

তোমাকে দেখেছি

ভালবাসে যতলোকে তুমি বাসো তারও বেশী
অফুরন্ত ভালবাসা বয়ে চলে অম্লান গতি।
স্নেহমায়া মমতাতে জুড়ে আছে তোমার মন
নিরস অলসতায় ভরে থাকে আমার সন্দিগ্ধ মন॥

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে জিতেছো তুমি বারবার
জয়ের তোমার অন্ত নেই, জয়ী তুমি দুর্বার
হারকে তুমি খুশীমনে মেনে নিতে পারো।
জয়ের গর্ব তোমায় অহঙ্কারী করেনি আজো॥

আনন্দ মনে তোমার চির বিরাজমান
খুশী থাকো সহজেই দূরে থাকে অভিমান
অবজ্ঞা করোনাতো ছোটবড় কাউকে
সম্মান করে থাকো লঘুগুরু সকলকে॥

খুশী তুমি অল্পেতে চাহিদা বড় কম,
আক্ষেপ থাকে না তো যদি পাও তারও কম,
প্রাণমন ভরে রাখো আপনার খুশীতে
খোলামনে আজীবন ছুটে চলো আহ্লাদে॥

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতির সোপানে

স্মৃতির সরণি বয়ে ফিরে দেখি ফেলে আসা দিনকে
বয়ে গেছে দিন শুধু অবহেলায় অনাদরে।
হারিয়েছি প্রিয়জন মা বাবা ঠাকুমাকে,
চলে গেছেন দাদা দিদি গুরুজন অনেকে।
মনে পড়ে বড় বেশী ভাল যাঁরা বাসতেন
স্নেহভরে বুক জুড়ে হৃদয়কে ভরাতেন
বন্ধুরা অনেকেই আজ আর বেঁচে নেই
তবু তারা আছে যেন আমাদের মাঝেতেই॥

স্মৃতির সরণি বয়ে খুঁজে দেখি বারবার
হারিয়েছি চেনাপথ যে পথেতে হেঁটেছি বহুবার।
বাড়ির উঠান, সানবাঁধানো পুকুর ঘাট,
নাটমন্দির, ঠাকুরদালান, সদর কপাট,
মাঠঘাট ঘরবাড়ি সবই গেছে বদলে,
নতুনের আনাগোনায় সাবেকী আনা গেল হারিয়ে।
যৌথ সংসার, বৈঠকখানার মজলিসের জায়গা কুলায় না
বহুতল বাড়ির মাঝে ওসব মোটেই মানায় না।

ঝাঁ চকচক দোকান বাজার মস্ত উঁচু বাড়ি,
সকাল বিকেল দাঁড়ায় এসে বিদেশী সব গাড়ি।
নিত্যনতুন মানুষজনের ভিড় জমেছে আজ
পুরানো সব সঙ্গীসাথি চেনাই এখন ভার।
চেনার বালাই নাইবা থাকুক প্রতিবেশী যারা
কি পরিচয় কোথায় থাকেন অপ্রয়োজন জানা
হারিয়ে যাবে ভিড়ের মাঝে বাকী সকলটুকু
স্মৃতির সোপান বাইবে কেবল খোলা আকাশটুকু॥

BANGLADARSHAN.COM

জীবনের বঞ্চনা

জীবন যুদ্ধে ছুটতে ছুটতে আজকে বড়ই ক্লান্ত
উৎসাহে তাই ভাঁটা পড়েছে উত্তাল নদী শান্ত।
দুর্বার স্রোত মানেনি বাঁধা ছুটেছে অবিরত
আবেগে জড়ানো শত প্রেম সদাই ছিল জাগ্রত।

স্বপ্নে জড়ানো হাজারো বাসনা ছড়ানো প্রাণে প্রাণে
মুগ্ধ হৃদয় নাচিত কেবলই যতনে মধুর আবেগে
মরা গাঙ্গে বাণ দেখেছি যে কতবার
দুকুল ভাসায়ে প্লাবিত করেছে মাঠ ঘাট চারিধার।

দুচোখ ভরিয়া প্রাণভরে শুধু দেখেছি কতনা ছবি
স্মৃতির কোঠরে জমা হয়ে আছে মধুর মধুর স্মৃতি।
যৌবন আজও হাতছানি দেয় সহসা নাড়া দেয় মনে
ব্যথিত হৃদয় পারেনা ছুটিতে ক্লান্ত সে বড় দেহ আর মনে।

আশাছিল যত ভেঙ্গে চুরমার নিরাশার দোলা চলে
সুপ্ত বাসনা গভীর মনেতে হতাশায় কেঁদে মরে।
ক্লান্ত এ দেহ পারে না বহিতে দুঃসহ যন্ত্রণা
পারেনা সহিতে অন্তিমে এসে জীবনের বঞ্চনা॥

BANGLADARSHAN.COM

অধরা

আনন্দ আর প্রাচুর্য্যের মাঝে তোমায় জন্মাতে দেখেছি।
মহা সমারোহে ধুমধাম করে চলেছে উৎসব।
ঐশ্বর্য আর সম্পদ ঘিরে দেখেছি তোমায় বেড়ে উঠতে;
প্রশস্ত শান্তির মাঝে বিজারিত ব্যপৃত।
যন্ত্রণায় কাতর আর্তনাদ বিদীর্ণ করেছে হৃদয়,
ভারাক্রান্ত মন অধীর হয়েছে অজানা আতঙ্কে।
ভয়ে বারবার শিউরে উঠেছে তোমার মন
খুঁজে নিয়েছ সমাধানের উপায় আপন মহিমায়॥

গৌরবোজ্জ্বল স্বর্ণালী অধ্যায়ের উত্থান
খ্যাতি আর সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত যশ
সর্বস্থলে তোমার অবাধ গোচরণ
আপ্লুত করেছে প্রতিটি বিন্দুতে বিন্দুতে॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণঢালা আনন্দ মনের গভীর উদারতা
আপনকরে কাছে টেনে গভীর একাত্মতা
নিজেকে উজাড় করে উদাত্ত ভালবাসা
নিবিড় থেকে নিবিড়তর ভাবে সকলকে কাছে টানে॥

তোমাকে ব্যতিরেখে অসম্ভব পথচলা
প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রতিটি স্তরে তোমার উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবী।
সকলের সাথে, সকলের পাশে তুমি বিরাজমান
মুশকিল আসানের বীজমন্ত্র তোমারই বীণে বাঁধা॥

তোমাকে অস্বীকার করা, অবজ্ঞা করার সাধ্য কার
দীর্ঘ পথ চলায় তুমি পরীক্ষিত কাণ্ডারী
ভরসা করে বলেই তাই চলতে চায় সবাই তোমাকে নিয়ে
তুমি আজ বলিয়ান অগণিত মানুষের আশীর্বাদ সাথে॥

আশা ছিল

বিভিষীকার বিষাক্ত ফণা অবদমিত করে
জন্ম নিয়েছিলো আমাদের নতুন এক আশা।
বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় জন্মের ইতিহাস।
আজ অপমানিত বোধ করি নিজেকে গুটিয়ে রেখে
বড় নির্বোধ মনে হয় পরিণতি দেখে।
সাক্ষী ছিলাম যার জন্মের, সঠিক ভাবে পারলাম না চিনতে॥

অশ্বমেধের ঘোড়া দেখেছি ছুটতে লাগামহীন,
কলে কারখানায়, অফিস আদালতে একছত্র আধিপত্য।
আসীন হতে দেখেছি ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে,
প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস দেখাতে পারেনি কেউ।

দেখেছি পদস্খলন, দেখেছি ব্যভিচারিতা
দেখেছি ডুবে যেতে পঙ্কিল গহ্বরে।
ভেঙ্গে চুরমার হয়েছে আমাদের স্বপ্ন,
পারিনা মেলাতে এ পতনের অর্থ।

মজ্জায় মজ্জায় ঘূণ ধরে গেছে,
বৃথা চেষ্টা ঘুরে দাঁড়াবার
লেগেছে পচন সারা দেহ জুড়ে
প্রতি শিরায় শিরায় বিষাক্ত বিভীষিকা॥

ছাত্রজীবনে ভরা যৌবনে দেখেছি স্বপ্ন,
যেকোন মূল্যে মুক্ত সমাজ গড়ার
মুষ্ঠিবদ্ধ হাত হয়েছে সংঘবদ্ধ ভাঙ্গতে শৃঙ্খল
চোরাস্রোতে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের আশা॥

BANGLADARSHAN.COM

শুধুই তোমার জন্য

শুধুই তোমার জন্য
এনে দিতে পারি এক আকাশ মেঘ
ঝম্‌ঝম্‌ অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভিজতে পারি সারারাত
গভীর স্বপ্নের আবেশে কাটাতে পারি বিনিদ্র রাত।

শুধুই তোমার জন্য
একরাশ নদীর অথৈ জলে ভেসে বেড়াতে পারি
পাড়ি দিতে পারি অনন্ত উত্তাল পথে
আছড়ে পড়ুক না ঢেউ ভাঙ্গা ঘাটের পাড়ে।

শুধুই তোমার জন্য
গহন বনের গভীর জঙ্গলে হারিয়ে যেতে পারি।
বিষধর সাপের ফণা ছাড়ুক না হুঙ্কার
পেরিয়ে যেতেই পারি কণ্টকময় পথ।

BANGLADARSHAN.COM

শুধুই তোমার জন্য
নিঝুম রাতে চলতে পারি গভীর অন্ধকারে
রাতের সমস্ত নিস্তব্ধতাকে উপেক্ষা করে
চেনা পথকেই খুঁজে নিতে পারি।

শুধুই তোমার জন্য
সত্যের মুখোমুখি মাথা উঁচু করে পারি দাঁড়াতে
বুঝে নিতে পারি সত্য আর মিথ্যার পার্থক্য
ধিক্কার জানাতে পারি সোচ্চারে নির্দ্বিধায়।

শুধুই তোমার জন্য
দাঁতে দাঁত চেপে সহেছি দুঃসহ যন্ত্রণা
মাথা পেতে মেনে নিয়েছি শত লাঞ্ছনা
অপমানিত হয়েছি হাজারোবার।

শুধুই তোমার জন্য
হেরে যাই বার বার নিজের কাছে

পারিনা মেনে নিতে, বিশ্বাস করতে চাই না,
ব্যবধান ঘটে গেছে অনেকটাই।

শুধু বুঝতে পারিনা তোমাকে আজও
কি বোঝাতে চেয়েছিলে বুঝিনি কোনদিনও
কি ভেবে মুখ ফেরালে খুঁজে চলেছি এখনও।

শুধুই তোমার জন্য
দোষারোপ করিনা কখনও
সমস্ত যুক্তি নস্যাৎ হয়ে যায় নিমেষে
কেমন যেন বোকা বনে যাই

শুধুই তোমার জন্য
অপেক্ষা করে থাকতে পারি আজন্মকাল
প্রতীক্ষার অবসানে খুঁজে পেলেও পেতে পারি
একটা চরম প্রাপ্তির মাঝে প্রশান্তি।

BANGLADARSHAN.COM

শুধুই তোমার জন্য
বারবার জন্মগ্রহণ করতে চাই মানুষ হয়ে
সুন্দর এ পৃথিবীতে ফিরে পেতে চাই
তোমারই সাহচর্য আর সান্নিধ্য॥

দৃষ্টি

মনের কথা বোঝার মত মনটা আছে কই!
চোখের ভাষা পড়ার মত চোখ বা আছে কই।
গভীর প্রেমের গোপন কথা মনের মাঝে রয়,
সে সব কথা গভীর মনে অনুভবেই বুঝে নিতে হয়।
চোখ পারে বুঝিয়ে দিতে একটি ইশারায়
এক পলকের চাউনিটুকুই মনটা জুড়ে পুলক জাগায়,
মান অভিমান দুঃখ জ্বালা সকল বেদনা
মনের সাথে মনের মিলে ভুলতে পারে সকল যাতনা॥
চোখমেলে দেখো যদি চাওয়ার মতন করে
মনের মানুষ পেতেও পারো মনের মত করে।
উদার মনে দেদার যদি বাসতে পারো ভালো
দুচোখ ভরে দেখতে পাবে বিশ্বজোড়া আলো।
স্বচ্ছ মনে সব কালিমা ঘুঁচিয়ে দিয়ে শেষে
মুক্ত আকাশ দেখতে পাবে চোখদুটিকে মেলে।
মনের আঁধার সরিয়ে দিয়ে স্পষ্ট চোখে দেখো
জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে আছে কেবলই খুশীর আলো॥
চোখই পারে পড়তে কেবল মনের সকল ভাষা
ভালো মন্দ সকল সাথে জাগায় মনে আশা,
চোখের নজর ছোট হলেই মনের নজর ছোট হয়
চোখের আলো নিভে গেলেই জীবন জুড়ে আঁধার হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

শিশু

গর্ভে ধারণ করে ছিলে অনেক কষ্ট সহে
এই পৃথিবীর প্রথম আলো তুমিই দেখালে।
স্নেহমায়া সোহাগ প্রীতি সকল উজাড় করে
মাতৃদুগ্ধে ভরিয়ে দিলে গভীর আঁধার রাতে
সকল বাধা সকল বিপদ আঁচল দিয়ে ঢেকে
আড়াল করে রেখেছিলে বুকের মাঝে নিয়ে।
তোমার ছায়ায় তোমার মায়ায় বড় হয়ে গেলাম
তোমার কাছে আজও কিন্তু শিশুই রয়ে গেলাম।
ঘুমের মাঝে তোমার কথা বড্ড মনে পড়ে
ঘুমপাড়ানী গান গেয়ে প্রতিরাতে ঘুম পাড়াতে।
ইচ্ছে করে আজও থাকি তোমার আঁচলে
বড় যদি নাই বা হোতাম, ক্ষতি কি ছিল তাতে!

BANGLADARSHAN.COM

বিয়ে মানে একটা বিশ্বাস

এক ছাদের তলায় একই ঘরে এক বিছানায়
সহবাস বা নিশিযাপন মানে তো নয় বিয়ে,
বিয়ে মানে একটা গভীর বিশ্বাস, নিঃশর্ত আত্ম সমর্পণ।
একে অপরের পরিপূরক হয়ে গড়ে ওঠা।

বিয়ে মানে নিঃস্বার্থভাবে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া নয়,
উভয়ের গভীর স্বার্থকে পুরোপুরি মর্যাদা দেওয়া।
প্রতিদিনের নানান বাগবিতণ্ডা, সুখ দুঃখ আনন্দ বাসনা,
দীর্ঘ পথ চলার মাঝে গড়ে ওঠা অফুরন্ত রস আর রসনা॥

বিয়ে মানে হাজারো প্রশ্নের মীমাংসা, যুক্তি তর্ক,
আপোস কামীতা নয়, সময়ই বলে দেয় সকল উত্তর।
স্নেহমায়া, ভাললাগা, ভালবাসা সবটা জুড়েই তো বিয়ে,
মেনে নিতে হয়, মানিয়ে নিতে হয়, মানিয়ে চলতে হয়।

BANGLADARSHAN.COM

বিয়ে মানে অসীম ধৈর্যের দীর্ঘ প্রতীক্ষা,
প্রতিদিনের বিশ্লেষণের মাঝে সংসারকে গড়ে তোলা।
একাত্ম হয়ে মনপ্রাণ ঢেলে একটা বোঝাপড়া,
দুটি জীবন্ত প্রাণের সকল ইচ্ছাকে একই সূত্রে বাঁধা।

মান অভিমান দ্বিধাদ্বন্দ্ব অনিবার্য,
তুচ্ছ কারণেও চরম বাক্‌বিতণ্ডা
অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে যাওয়া তুমুল ঝড়,
সবটুকু ঠিকঠাক সামলে চলাই বিয়ের সার্থকতা।

চরম দারিদ্র আর দুঃখের মাঝেও আনন্দের সমাহার
অনেক কিছু না পাওয়ার আক্ষেপ ভুলে
নতুন নতুন স্বপ্নকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা
বাঁচা আর বাঁচা থাকার মাঝেই তো বিয়ের পরিপূর্ণতা

সন্দেহ আর অবিশ্বাসতো ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়,
বোঝাপড়ার ঘাটতি তো শেষ করে দেয় গোটা পরিবার।

অলীক কল্পনা আর অহেতুক চাহিদায়
সামঞ্জস্য হারিয়ে ফেলে আয় ব্যয়েব হিসাব।

অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে রাখা নয়,
অপরের সাথে পাল্লা দিয়ে বৃথা চলার চেষ্টা।
পারিপার্শ্বিকতাকে মেনে নিয়ে সামঞ্জস্য খুঁজতে হয়,
সুখ আর খুশীতো নিজস্ব মানসিকতা দিয়ে গড়তে হয়।

যৌবনের জীবন সঙ্গী, প্রৌঢ়ত্বে অভিভাবক,
বার্ধক্যে সযত্নে লালিত পালিত হয়ে বেড়ে ওঠা
আনন্দ দুঃখ রোগ শোক সর্বত্র ছায়াসঙ্গী
আমৃত্যু এক গভীর মেল বন্ধনইতো বিয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

অতীত

অতীতকে চাই যেতে একেবারে ভুলতে
অতীত যে উঁকি মারে প্রতিদিন ফাঁক ফোকরে।
স্মৃতিতো সততই বেদনার যত ভাবি মনেতে
অতীত যে দাগ কাটে বড় বেশী গভীরে।

শয়ণে স্বপনে ফিরে আসে বারবার
জাগরণে সারাদিনই ঘিরে রাখে চারিপাশ
খুঁজে পেতে চাই যদি যাপেয়েছি অতীতে
বাস্তবে মিল পাওয়া বড় দায় যা ছিল স্মৃতিতে।

হারায় না কোন কিছু ফেলে আসা জীবনের
সুখ স্মৃতি মুছে যায় দুঃখটা চেপে বসে মননে।
আবেগ আর অনুভূতি বয়ে চলে আজীবন
বাস্তবে কর্মের ছাপটুকু রেখে দিয়ে শেষ হয় এ জীবন॥

BANGLADARSHAN.COM

স্বপ্ন

স্বপ্নের মাঝে থাকে নানান স্বপ্ন
ঘুম ভেঙ্গে হয়ে যায় মস্ত সে গল্প।
ভাবতেও ভালো লাগে ভেসে যাই বহুদূর
কল্পনার জালবুনি গানগাই সুমধুর॥
মাঝে মাঝে গল্পটাহয়ে ওঠে ভয়ঙ্কর
মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে ভয়ে কাঁপি থর্থর্।
যা যা দেখি মনে ভাবি সবটাই বাস্তব
চোখ খুলে জেগে দেখি সবই অবাস্তব।

স্বপ্নতো দেখা ভালো জীবন্ত স্বপ্ন
জীবনকে গড়ে নিতে লাগে এক স্বপ্ন।
হিসাবটা কষে নিয়ে ঠিক্ঠাক্ দেখো যদি স্বপ্ন
সবটুকু মিলে যাবে রবে না কিছুই অপূর্ণ।
হিসাবের গরমিলে স্বপ্নতো থেকে যায় স্বপ্ন
হতাশাই বাসা বাধে, স্বপ্নটা রয়ে যায় অসম্পূর্ণ।
জেগে জেগে কল্পনায় বুনি যদি জালটা
স্বপ্নের ফানুসটা ফুললেও উড়বে না॥

BANGLADARSHAN.COM

অতীত স্মৃতি

ভুলতে কি পারা যায় যা ছিল অতীতে
সযত্নে রাখা আছে গভীর স্মৃতিতে।
ছোট ছোট কত কথা কত সবগল্প
মিলেমিশে একাকার ভাল আর মন্দ।

খুনসুটি কত ছিল, দুষ্টুমি করেছি,
অভিমানে কতদিন গুম মেরে থেকেছি।
বায়নাও বেশ ছিল মার কত খেয়েছি
জিলাপী বা মণ্ডাতেই চুপ হয়ে গিয়েছি।

লেখাপড়া করা চাই, খেলা রোজ বিকালে,
মজা ছিল একটানা পূজোর ছুটিতে।
কচিকাঁচা সব মিলে একসাথে হুল্লোড়
কে বা বড় কেবা ছোট ছিল নাতো হেল দোল॥

BANGLADARSHAN.COM

এরি মাঝে কখন যে বড় হয়ে উঠলাম
হাফ্‌প্যান্ট ছেড়ে দিয়ে ফুলপ্যান্ট ধরলাম
প্রাণখোলা হাসিটুকু হয়ে গেল বন্ধ
ছোট আর নই আমি, কমে এল আনন্দ।

মেপেঝুপে কথা বলা হতে হবে হিসাবী
শিশুকালে যা করেছি, চলবে না সেই সব বেয়াদপি।
দুখ বা যন্ত্রণা ভুলে যেতাম সহজেই
লাগতো না কোন ব্যথা হৃদয়ের মাঝেতেই।

আজ যত ভেবে দেখি সব কিছু তলিয়ে
ভাববার অবকাশ ছিল নাতো সেদিনে।
অতীতকে মনে ভেবে আজ পাই দুঃখ
অতীত যে বেঁচে আছে সেটাই আনন্দ॥

গতি

সময় দিয়ে জীবনটাকে বেঁধে রাখা যায় না
গতির তালে সময়টাকে ধরে রাখা যায় না।
রাতটা গভীর হতে পারে ভোরের আলোর অপেক্ষায়
দিনের আলো থমকে থাকে রাতটুকুর প্রতীক্ষায়॥

কখন সময় পালিয়ে বেড়ায় আলোর থেকে আঁধারে
হারিয়ে কখন যায় সে যে নিজের মনের অজান্তে।
ছুটছে সময় দিনরাত্রি ছুটছে সময় অনন্ত
সময়ইতো বলতে পারে কখন আসে বসন্ত॥

সকলকিছুই পাওয়া যায় বিকিকিনির হাটেতে
জীবনভোর কেটে যায় সময়ের মূল্যটা জানতে।
কেনা যায় সবকিছু সময়কে যায় না,
সময়টা চলে গেলে ফিরে পাওয়া যায় না।

BANGLADARSHAN.COM

অনুরোধ

ব্যথা যদি লেগে থাকে মোর ব্যবহারে
ক্ষমা চেয়ে লব তবে সবার সমুখে,
স্নেহ যদি পেয়ে থাকো কভু কোন ক্ষণে
যতনে গোপন রেখো সবার অলক্ষ্যে॥

আনন্দ পেয়ে থাকো যদি মেলামেশা মাঝে
দুঃখটা মুছে নিও সেই আনন্দধারাতে,
ভালো যদি লেগে থাকে কোন কিছু মোর
স্মৃতিতে ভরে রেখো মিলন ডোর॥

সুখ যদি লেগে থাকে হৃদয়ের কোণে
সহসা দিও না মুছে অবহেলায় অনাদরে,
খুশী যদি হয়ে থাকো ক্ষণিকের তরে
হাজারো কাজের ভিড়ে রেখো তারে স্মরণে॥

কবে কিবা ঘটেছিল নাই মনে রাখলে
সবটুকু মুছে দিও পারো যদি মুছতে,
কষ্টটা কেন পাবো পারো যদি ভুলতে
একেবারে ভুলে যেও রেখো না মনেতে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভুল

পেতে চাই সবটুকু দিতে পারি কই
মানুষ হয়েও মোরা ভালোমানুষ নই।
হিংসায় জ্বলে মরি বিদ্বেষ পুষে
সকলের ভালো হোক চাই নাতো মনে॥

কি যে চাই কেন চাই বুঝি নাতো নীজে
কি বা ভালো কি বা মন্দ পাইনাতো খুঁজে।
বহমান জীবনটা বেয়ে চলি দিশাহীন
অর্বাচিনের দল মোরা স্বভাবেতে বড় হীন॥

বিচিত্র এ সংসারে ঘুরে ফিরি সঙ সেজে
আক্ষেপ বুকে ধরে কাটাই দিন অক্লেশে
যদি কিছু ভালো চাও মানুষের জীবনে
মানুষকে ভালোবাসো মানুষের মত করে॥

BANGLADARSHAN.COM

ভুল যদি ঘটে কিছু মরে থাকো মরমে
আপশোষ হবে নাতো যদি থাকে স্মরণে।
ভুল সে তো হতে পারে, ভুলে যাওয়াই বড় ভুল
বিষয়তো সেটাই মানুষই তো করে ভুল॥

সারাদিনই ঘুরে মরি নিয়ে সংসারের ফিরিস্তি
অন্যের বিপদেতে ভুলেও ফিরে দেখি কি!
পরকেও যদি টানি ভালোবেসে বুকেতে
পেতে পারি সবটুকু যা চেয়েছি জীবনে॥

স্বভাব

অনেক কিছুই মোরা বদলে দিতে পারি
গাড়ি বাড়ি আসবাব জিনিস দামি দামি।
যুগে যুগে বদলায় গ্রাম থেকে শহর
সময়ের তালে তালে গড়ে ওঠে নগর॥

বদলায় সখের জিনিস রেখে যায় স্মৃতি
ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে, হয়ে যায় বিস্মৃতি।
ছোট থেকে বড় হই চেহারাটা পাল্টায়,
চেহারার সাথে সাথে মনটাও পাল্টায়॥

ফেলে আসা জীবনের সব যায় হারিয়ে
বাসা বেধে থাকে শুধুই মনের গভীরে।
হারিয়েও চাই যদি কোন কিছু খুঁজতে
খুঁজে পাওয়া দুস্কর যা গিয়েছে হারিয়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

বদলায় পরিবেশ পরিস্থিতি সহজে
বদলায় মানুষও চাপে পড়ে সমাজে।
বদলাক যত কিছু যা পারি বদলাতে
বদলাবেনা স্বভাবটা আছে যা স্বভাবে॥

পূর্ণাঙ্গ মানুষ

মানবিক জেদের মূল্য অনেক বেশী,
মানবিক জেদ গড়ে তোলে আত্মপ্রত্যয়।
আত্মপ্রত্যয় চেনায় মানুষকে মানুষ হিসাবে,
আত্মপ্রত্যয় হারালে মানুষ দিশাহীন।
গোটা পৃথিবীটাকে জয় করে নিতে পারে
মানুষের জীবনের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়॥

আত্মপ্রত্যয় থাকা ভালো আত্মম্ভরিতা নয়,
আত্মম্ভরিতা মানুষকে গড়ে তোলে অহঙ্কারী।
মানুষের নিজস্ব স্বত্তাকে শেষ করে দেয়।
আত্মম্ভরিতা মানুষের থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়,
আত্মীক সম্পর্ক ভেঙ্গে চুরমার হয়,
স্থবির করে দেয় জীবনের বোধবুদ্ধিকে।

BANGLADARSHAN.COM

বোধবুদ্ধি বিবেক তৈরী করে মানুষের মূল্যবোধ,
মূল্যবোধ না থাকলে মানুষ মানুষ থাকে না।
অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মূল্যবোধ
মানুষ মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।
নিষ্ঠা সংযম আর একাগ্রতায় আসে মূল্যবোধ,
পরিপূর্ণতা লাভের মাঝে গড়ে ওঠে একটা পূর্ণাঙ্গ মানুষ॥

মানুষের মাঝে

পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস আছে যা
জানা যায় না বুঝতে হয়,
জানতে চাইলে জানা যায় না, বুঝতে চাইলে বোঝা যায়
মানুষকে চিনে নিতে হয়, মানুষকে বুঝে নিতে হয়।

মানুষই মানুষকে ঠকায়, ঠকতে হয় মানুষের কাছে,
শত্রুমিত্রের পার্থক্যটা করা বড় কঠিন
অনেক জানা বোঝার মাঝে খুঁজে পেতে হয়।
খুঁজে নিতে হয় মানুষের মাঝে মানুষকে
খোঁজার শেষেই পাওয়া যায় সঠিক সন্ধান।

লোভ, ক্রোধ হিংসা মানুষকে অমানুষ করে,
স্নেহ মায়া মমতা হয়ে পড়ে মূল্যহীন,
স্বার্থকে রক্ষা করতে চরম স্বার্থপর হয় মানুষ
প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে হয়ে ওঠে হিংস্র।
অবিশ্বাস আর বিশ্বাসঘাতকতা জন্মনেয় মানুষের মধ্যে,
ন্যায় অন্যায় বোধ হারিয়ে মানুষ হয়ে ওঠে অবিশ্বাসী॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রতিক্ষার শেষে

অধীর আগ্রহে বসে আছি শুধু তোমার অপেক্ষায়
বিশ্বাসটা বুকে নিয়ে কেটে গেছে কয়েকটা যুগ,
মন চায় না মানতে, পারি না মেনে নিতে
তুমি আসবেই প্রতিক্ষার অবসানে।

কোন এক সন্ধিক্ষণে দেখা হয়েছিল সে কোন যুগে
তোমার প্রেমে তুমি আপ্লুত হয়েছিলে,
সময়টা ধরে রাখতে চেয়েছিলে নিজের মত করে
হাতটা বাড়িয়ে পারিনি তোমাকে আটকাতে।

অপমানিত হয়ে লজ্জায় মুখ ঢেকেছো
সম্ভ্রম রক্ষায় নিজেই গুটিয়ে নিয়েছো নিজেকে,
বিবর্ণ ফ্যাকাসে মুখটা করুণভাবে তাকিয়ে ছিল
চোখের ওপর থেকে চোখটা শুধু নামিয়ে নিয়েছি।

সাহস করে পারিনা ছুটে যেতে সমস্ত বাধা ভেঙ্গে
করুণা করতে যদি না পারো অবজ্ঞায় মুখ ফিরাতে পারো,
ব্যথায় অভিমানে প্রতিশোধ নাই বা যদি নিলে
এতো ব্যথা বাজে কেন বুকে, অনুশোচনা জাগে কেন মনে।

অপরাধবোধে জর্জরিত আজ মন প্রাণ
ক্ষমা যদি নাই করতে পারো সাজা দিও তবে,
অবজ্ঞায় মুখ ফেরালেও ফেরাতে পারো সজোরেও
সেদিনের যোগ্য জবাব দিতে পারো কষাঘাতে।

BANGLADARSHAN.COM

গোপন কথা

যেটা হওয়ার ছিল সেটা হল না
যেটা চাওয়ার ছিল সেটা চাওয়া হল না।
যেটা পাওয়ার ছিল সেটা পাওয়া হল না
যেটা দেবার ছিল সেটা দেওয়া হল না।

হয়েছে যা তা আশার অতীত
কল্পনায় ও তা পারিনা ভাবতে।
যা চেয়েছি পেয়েছি তার পুরোদস্তুর
পেয়েছি যা মন হয়েছে ভরপুর

মনের কথা মন খুলে পারি না বলতে
কেবলই চাই গোপনভাবে পুষে রাখতে।
সাহস করে দরাজ মনে পারিনা চলতে
পারিনা কোনও কিছুই আপন করে ভাবতে।

আবেগ দিয়ে ভাবতে পারি না যাআছে মনেতে
আপনভেবে কাউকে সে সব পারিনা জানাতে।
সুখ দুখ আনন্দ ব্যথা সবই থাকে বুকেতে
হাসি লজ্জা জ্বালাটুকু চেপে রাখি যতনে॥

BANGLADARSHAN.COM

টিকে থাকা

কঠিন বাস্তব জীবনকে করে এলোমেলো
ভাবনা চিন্তাবোধ হারায় বাস্তবতা।
মস্তিষ্ক প্রসূত কল্পনা একেবারেই মূল্যহীন
সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে।

জ্ঞানবুদ্ধি বিবেক চেতনা বড় অপ্রাসঙ্গিক
ভালোমন্দ বিচার বোধ নির্বুদ্ধিতার সাক্ষ্য
অপরাধী বনে যেতে হয় নিজেরই কাছে
সবটুকু এড়িয়ে বাঁচিয়ে চলাই জীবন।

বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে রুক্ষ হৃদয়
বিবেক বড় বেশী অস্বস্তি বোধ করে
মন প্রাণ নামক বস্তুটা জড় পদার্থ
চাঁচাছোলা রসকশহীন অবান্তর।

BANGLADARSHAN.COM

মৌখিক ভদ্রতা দেঁতো হাসি প্রয়োজন
প্রয়োজন নেই কোন শালিনতার
খেঁজুরে আলাপ সামাজিক ভদ্রতা
পাল্লা দিয়ে চলছে অসম প্রতিযোগিতা।

অবান্তর প্রশ্ন আর অহেতুক কৌতুহল
সন্দেহের বীজ বপন করে অহরহ
বিড়ম্বনার সৃষ্টি হয় জীবনকে ঘিরে
সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে উঠেই টিকে থাকা॥

বন্ধন

হাতের ওপর হাত রাখা সহজ কথা নয়,
সারা জীবন বইতে পারা সহজ ব্যাপার নয়।
স্বপ্ন দেখা অনেক সহজ আইবুড়ো হলে,
সংসার করা নয়তো কঠিন ঘোর সংসারী হলে॥

খিটির মিটিট দিনরাত্রি ঝগড়া লেগেই থাকে,
তারই মধ্যে কি আনন্দ বিবাহিতেই বোঝে।
হিসাব নিকাশ দেনা পাওনা সবই যায় মিটে,
আশ মেটেনা মনের খিদের যেটুকু যা জোটে॥

হাসি মজা আলো ছবি সবই যায় থেমে,
ভিড়ভাট্টা লোকজন সকলেই যায় চলে।
বন্ধুবান্ধব আত্মীয় পরিজন সবই থাকতে পারে,
সুখে দুখে স্বামী স্ত্রীই চিরস্থায়ী থাকে॥

BANGLADARSHAN.COM

কয়েকটা যুগ কাটিয়ে এসে পিছন ফিরে দেখি,
যৌবন যে কখন গেছে হিসাব রাখিনি।
বার্ধক্যের সাথী এখন নাতি নাতনী,
বুড়ো হয়েও আমরা এখন ঘোর সংসারী।
এযে বড় মায়ার বন্ধন
ছেঁড়ে না তো সংসারের অটুট বন্ধন
দেহে থাকে যতক্ষণ হৃদয়ের স্পন্দন।

মূল্যায়ন

যেতেই যদি চাও যদি বা কিসের এত মায়া
কিসের আশায় নিত্য কেবল আসা-যাওয়া,
কি পেয়েছি কি বা দিলাম নাই বা হিসাব কষা
মিথ্যে শুধুই দেওয়া নেওয়ার অঙ্ক লিখে রাখা।

বাকী যে সব কাজ যা আছে শুধুই সারার পালা
কি করেছি তাই নিয়ে সব বৃথাই মাথাব্যথা,
যেটুকু যা দিয়েছিলাম সবটাই নয় মেকী
ভালোবাসায় খাদ চলে না, চলে না কোনো ফাঁকি।

প্রতিদানে পাবার আশা ছিল না কোনো দিনও
কি দিয়ে আজ কি পেয়েছি ভাবিনা কখনও,
যেটুকু যা পেয়ে গেছি তাতেই বেজায় খুশী
বাকীটুকু নাই বা পেলাম কিসের তাতে ক্ষতি।

প্রাণ মন সব ভরে আছে খুশীর আনন্দে
দুঃখ যে সব ছিল মনে সবই গেছি ভুলে,
হারিয়ে যাওয়ার দুঃখটুকু সহজে ভোলা যায়,
না পাওয়ার দুঃখ কেবল জীবন জুড়ে রয়ে যায়॥

BANGLADARSHAN.COM

বোধন

বজরা চেপে মা মেনকা নেমে এলেন মর্তে
কৈলাস ছেড়ে বাপের বাড়ি কদিন কেবল ঘুরতে,
ঢাক কুড়াকুড় বাদ্যি বাজে কচিকাচা সব ছুটছে
দেশ বিদেশে যে যা ছিল সবাই এসে জুটছে।

সিংহ চেপে অসুর নিধন রনংদেহী মূর্তি
সঙ্গে আছেন কার্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী,
ইঁদুর পেঁচা হাস ময়ূর সবাই আছে সঙ্গে
খুশীর জোয়ার লেগেছে আজ শিউলি কাশের বঙ্গে।

ষষ্ঠীতে মার বোধন হবে বেলতলার নীচে
গঙ্গার জলে নাইতে যাবে কলা বৌ সপ্তমীর ভোরে,
অষ্টমীতে মহাধুমধাম বলিদান, কুমারী পূজার শেষে
সন্ধি পূজার মহা আয়োজন নবমী পূজার আগে।

BANGLADARSHAN.COM

চারটি দিনের জাঁকজমক আলোর রোশনাই
দশমীতে ম্লান হয়ে যায় মণ্ডপের খোল তাই,
বিষাদের সুর বেজে ওঠে ঢাকের তালে তালে
বিসর্জনের বাজনা বাজে মা যাচ্ছেন কৈলাসে ফিরে।

যত্ন আত্তি হয়নি তোমার বড়ই আকাল দেশে
খরচ সবই হয়েছে যে মাইক লাইট প্যাণ্ডেলে,
নৈবেদ্য পূজোর জোগাড় না হয় একটু কমই হল
বাকী সবই আমোদ প্রমোদ ভালই জমে ছিল।

আসছে বছর আবার এসো পোড়া এই দেশে
আমরা না হয় থাকবো বসে সেই আশা নিয়ে,
নুন আনতে পান্তা ফুরোয় সারা বছর ধরে
চারটি দিন না হয় ভুলে থাকবো তোমায় ঘিরে॥

সবার চেয়ে বড়

কোন ভাষাতে কথা বলে ছোট্ট খোকন সোনা
হিন্দী উর্দু পার্সি তামিল কারুর কি আছে জানা?
সব দেশেতে সকল শিশু একই বুলি বলে
কেউ বোঝে না সেই ভাষাটা মা কেবল বোঝে।

আড়াল দিয়ে মায়ের কোলে খোকন সোনা বাড়ে
বুকের যত ধুকপুকানি মায়ের বুকে বাজে,
ঘুমের মধ্যে চমকে উঠে কান্না জোড়ে যখন
মায়ের বুকে লুকিয়ে থাকে শান্ত হয় তখন।

ঝড় ঝাপটা যতই আসুক দিনে কিবা রাতে
সজাগ ঘুমে বুকের মাঝে আগলে রাখে তাকে,
সকল ব্যথা সকল কথা মা ছাড়া কি হয়
সবার চেয়ে মা বড় মায়ের বড় কেউ নয়॥

BANGLADARSHAN.COM

মুশকিল

সারাদিন কাঠফাটা খটখটে রোদ্দুর
চাঁদিটা যেন ফেটে যায় এলো কোন শত্তুর,
হিমসিম খেয়ে মরি ঘামে ভরা সপসপ
হাসফাঁস করি শুধু, বুক করে ধড়ফড়।

নদীনালা তোলপাড় থৈ থৈ জলেতে
এলোমেলো হয়ে, গেল ঝড় জল বৃষ্টিতে,
মেঘ কাটে ঝড় থামে, থেমে যায় বৃষ্টি
চাঁদ তারা সূর্যরা ফিরে পায় দৃষ্টি।

জড়সড় হয়ে থাকি কন কনে ঠাণ্ডায়
মুড়ি সুড়ি দিয়ে তবু ঠক্‌ঠক্ কাঁপি ঠায়,
ঝিম মেরে পড়ে থাকি প্রতিবার শীত এলে
হাঁচি কাশি সর্দিটা লেগে থাকে সমানে।

BANGLADARSHAN.COM

ভালো নয় কোনো কালই বুড়ো বুড়ির শরীরে
অল্পেতে বেসামাল হয়ে পড়ে সহজে,
খাওয়াটুকু কমে গেছে, ভালো থাকি না খেলে
শুধু শুধু রোগ হয়, সারে না তাই ওষুধে।

রেশ

ভালো যদি লেগে থাকে এতটুকু মোরে
আজও তবে দূরে কেন এত অভিমানে।
থাকো দূরে খেদ নেই কিছু করিব না মনে,
ব্যথা পাবো যদি মুখ ঘুরায়ে যাও চলে।

কাছে এলে হয়তো বা কিছু নাহি পাবো
দূর থেকে প্রাণভরে তোমাকেই ভালবেসে যাবো।
ভালো যদি নাই বাসো ক্ষতি তাতে কিসে
মরমে মরমী হয়ে তোমাতেই যাবো মিশে।

দুঃখতো পেতে রাজি যদি ভালোবেসে থাকি
ভালবাসা চিরদিনই দিয়ে থাকে ফাঁকি
ঘটে ছিল যা যা কিছু সবই যাবো ভুলে
রেশটুকু থেকে যাবে সমস্ত হৃদয় জুড়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

নারী

নারীরূপে জন্মগ্রহণ অতি সাধারণ ঘরে,
শৈশব, কৈশোর কাটে শুধুই খেলার ছলে।
রঙচাপা তাতে কি বা আসে যায়,
হাসিমাখা মুখে প্রাণ মন ভরে যায়।

আঠারো হয়ে গেল বিবাহ যোগ্যা মেয়ে,
অগাছালো চুলে রূপ ঝড়ে পড়ে।
বাঁকা চাওনিতে মন ছট্‌ ফট্‌ করে,
দেরি নয় এক্ষুনি দিতে হবে বিয়ে।

পাঁজি পুঁথি ঘেটে ঘুঁটে দিনক্ষণ হল স্থির,
পাত্রস্থ করতে শুভলগ্ন সুনিশ্চিত।
কোনমতে আয়োজন, সাদামাটা ভারী
রাতশেষে মেয়ে গেল শ্বশুরবাড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

লাল বেনারসী, শাঁখা সিন্দুর স্ত্রী আচার
উঠানে দুধে আলতায় দাঁড়ানো বধুবরণ,
সানাই শঙ্খ উলু ধ্বনিতে মুখোরিত চারিপাশ
হাজারো কৌতুহলী কোলাহল মাঝে নির্বাক 'বৌমা।'

দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর স্বামীর সান্নিধ্য
রোমাঞ্চিত হৃদয়, পুলকিত মন উদ্বেলিত,
নারী মানসের আকাঙ্খিত প্রত্যাশা শেষে
ভরপুর যৌবন ভরা যুবকের পরিপূর্ণ স্ত্রী।

সারারাত ঘাড়ে পড়ে নিঃশ্বাস
ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর দুটি প্রাণ,
একরাতেই পাল্টে যায় সমস্ত জীবনের রূপ
পুরাতন সম্পর্কগুলো, মানুষগুলো যায় দূরে সরে।

সম্পূর্ণ অচেনা অজানা পরিবেশ হয় আপন
গড়ে ওঠে বিশ্বাস, দৃঢ় হয় নতুন সম্পর্ক,

ফেলে আসা জীবনের স্মৃতি ফিকে হয়ে যায়
নতুন স্বপ্ন গড়ে ওঠে দুজনের একাত্মতায়।

নবজীবন খুঁজে পায় জীবনের স্বার্থকতা
আপন মাধুরীতে গড়ে ওঠে চলার ছন্দ,
সুখ আর আনন্দ মিলে মিশে হয় একাকার
শুরু হয় অবিরত আনন্দধারায় অবগাহন।

সময়ের ব্যবধানে জন্ম নেয় সন্তান
মায়ের স্নেহে বড় হয়ে ওঠে,
মা একদিন হয় বৌমা থেকে শ্বাশুড়ী
নারী জীবন হয় ভরা সংসারী॥

BANGLADARSHAN.COM

স্মৃতি

স্মৃতি জানি সততই বেদনার হয়
দুখ স্মৃতি মনেতে গেঁথে রয়ে যায়।
সুখ স্মৃতি সময়েতে ফিকে হয়ে যায়
আনন্দ সাময়িক, সহজেই ভুলে যেতে হয়॥

যা যা কিছু ঘটে যায় জীবনের অতীতে
ধরা পড়ে থাকে সবই স্মৃতির গভীরে।
ভাবতে তো ভালো লাগে সুখের দিনকে
দোলা দিয়ে গেছে যা অস্থির মনকে।

ভুলে যেতে চাই তাকে দুঃসহ যন্ত্রণা
কিছুতেই সে যে মোর পিছু ছাড়ে না।
আক্ষেপ হয় ভেবে কিবা ছিল এসবের প্রয়োজন,
বিচ্ছেদ, বিভাজন আরও কত হারিয়েছি প্রিয়জন।

যা দেখেছি যা পেয়েছি সবই আছে স্মৃতিতে
হাতড়িয়ে খুঁজে বেড়াই সবই গেল হারিয়ে।
হারায়না কোন কিছুই ভাল লাগে ভাবতে,
দুঃখ যা আছে সবই থাক শুধু মনেতে॥

BANGLADARSHAN.COM

সময়

সময়তো আসে যায় নিয়মের হাত ধরে
বুঝে শুনে পা মেলাও সময়ের তালে তালে,
সময়কে ধরে রাখো সময়ের দাবী মেনে
মূল্যটা ফিরে পাবে সময়ের দাম দিলে।

সময়ের কাজ যা যা সময়েই করা চাই
অসময়ের পিছে ছুটে মরা একেবারে বৃথাই,
সময়টা চলে গেলে কেউ ফিরে পায় না
ঋণ শোধ সময়ের কখনও তো হয় না।

আশৈশব কেটে যায় দুর্বার গতিতে
যৌবন ছুটে মরে স্বপ্নের ঘোরেতে,
বার্ধক্য ফিরে চায় অনন্ত সময়কে
আক্ষেপ থেকে যায় অন্তিম সময়ে॥

BANGLADARSHAN.COM

তাল মেলাতে

পাঁচটায় উঠে পড়ি, যেতে হবে স্কুলেতে,
জামাজুতো টাই পরে স্কুল ব্যাগ কাঁধেতে।
মা বাবা বলিনাতো মামি আর ড্যাডিকে,
বাংলাটা শিখিনাতো ইংরাজী স্কুলেতে।

দাড়িওলা লোকটার রাইমস্‌তো পড়িনি,
রবীন্দ্রনাথ কার নাম কেউ আজও বলেনি।
জল খাবো বলাটাই ঢের বেশী অপরাধ,
মে আই ট্রেক্ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার।

যত করো অপরাধ সব কিছু হবে মাফ্
‘সরি’ যদি বলে দাও, হয়ে যাবে সব সাফ্।
ইয়েস, নো, ভেরীগুড শেখাটাই জরুরী,
পারো আর নাই পারো ইংরাজীর মুরুব্বী।

BANGLADARSHAN.COM

দাদু আর ঠাম্মাটা বড় বেশী সেকেলে,
যত বলি শেখেনাতো ইংরাজী শেখালে।
বাংলায় কথা বলা পারি না তো সহজে,
বাঙালীর ছেলে হয়ে ইংরাজী রাখি ভরে মগজে।

স্কুল থেকে ফিরে এসে ঘুম পায় বিকালে,
খেলাধূলা করিনাতো, ডুবে থাকি টিভিতে।
পড়াশোনা, হোমটাস্ক, ইংরাজীর চাপেতে,
হিমসিম খেয়ে যাই প্রতিদিন রাতেতে॥

॥সমাপ্ত॥